**আইডিইবি’র ২২তম জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

শনিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, গণভবন, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

আইডিইবি’র সদস্য প্রকৌশলী ভাই ও বোনেরা এবং

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

 আসসালামু আলাইকুম and A very good morning to you all.

ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স, বাংলাদেশ-এর ২২তম জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ ও দু’লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম।

**সুধিবৃন্দ,**

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীগণ সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। কারণ, মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন এবং গুণগত মান বজায় রাখার দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তায়। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঘর-বাড়ি, বিভিন্ন স্থাপনা, মিল-কারখানা নির্মাণ ও স্থাপনের দায়িত্ব প্রকৌশলীদের।

এসব কাজের গুণগত মান বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা নির্ভর করে আপনাদের দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার উপর। জনগণের করের পয়সায় উন্নয়ন কাজের সঠিক বাস্তবায়ন যাতে হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে আপনাদেরই।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ছোট্ট এ দেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হলে আমাদের সম্পদের সুষ্ঠু এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট বা স্থাপনা নির্মাণের ফলে প্রতিবছর প্রায় এক লাখ হেক্টর চাষযোগ্য জমি কমে যাচ্ছে। এছাড়া, নদী ভাঙনের ফলেও বিপুল পরিমাণ জমি এবং স্থাপনা নদীগর্ভে চলে যায়।

তাই এখনই আমাদের এ বিষয়ে জরুরি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পিত নগরীর পাশাপাশি গ্রামগুলোকেও পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। আমরা ইতোমধ্যে গ্রামাঞ্চলে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছি। গ্রামে বসবাস করেই যাতে শহরের সকল সুবিধা পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা আমরা করছি। তাহলে মানুষের শহরে বসবাসের প্রবণতা কমবে।

আমি বিশ্বাস করি, দক্ষ মানবসম্পদের চেয়ে কোন সম্পদই বড় নয়। আমরা এজন্য জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

গত সাড়ে ৯ বছরে দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ৫০০ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ইউনিভার্সিটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অনলাইনে ভর্তি পদ্ধতির পাশাপাশি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে।

সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ক্যাপাসিটি ২৫ হাজারের স্থলে ১ লাখে উন্নীত করার জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকারি ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একটি করে ১০ তলা ভবন নির্মাণ, ওয়ার্কশপ-ল্যাব প্রতিষ্ঠা ও যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং শিক্ষক-কর্মচারির প্রায় ৭ হাজার পদ সৃষ্টির জন্য ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ৪টি সরকারি মহিলা পলিটেকনিক ও ২৩টি বিশ্বমানের নতুন পলিটেকনিক স্থাপনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০০টির কাজ শুরু করা হয়েছে।

**সুধিবৃন্দ,**

আমরা এমডিজি বাস্তবায়নে সফল হয়েছি। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে আমরা এসডিজির বিভিন্ন অভীষ্ট অর্জনে কাজ করে যাচ্ছি। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনেও আমরা সফল হব, ইনশাআল্লাহ।

আমরা শত বছরের ডেল্টা প্ল্যান বা বদ্বীপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ২১০০ সালের ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক টেকসই উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। আর্থ-সামাজিক সূচকে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৭৫২ মার্কিন ডলারে উন্নীত। প্রবৃদ্ধি ৭.৭৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি ও সামাজিক সুরক্ষা বলয় সৃষ্টির ফলে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে।

আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। স্বল্প খরচে টেকসই যন্ত্রপাতি নির্মাণ, স্থাপনা নির্মাণ ও মেরামত বিষয়ে গবেষণা করতে হবে। বিকল্প জ্বালানি ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, পরিকল্পিত গ্রাম গড়ার লক্ষ্যে স্বল্প-ব্যয়ে বাড়িঘর নির্মাণের কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা চাই দেশের সকল নির্মাণকাজে আমাদের যেন দেশের বাইরের থেকে প্রযুক্তি ধার করতে না হয়। আমাদের প্রকৌশলীরাই সকল কাজে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে -এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমরা জনমিতিক সুবিধাকে কাজে লাগাতে চাই। আমরা ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছি। গাজীপুরে হাইটেক-পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। এখানে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া আমরা দক্ষ মধ্যম স্তরের প্রকৌশলী বিভিন্ন দেশে পাঠাতে চাই। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি তারা আমাদের জন্য সুনামও বয়ে আনবে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আমরা খাদ্যশস্য সংরক্ষণ কার্যক্রমকে গতিশীল করেছি।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন ২০ হাজার মেগাওয়াট। বর্তমানে প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। আমরা ‘পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৫’ প্রণয়ন করেছি। এ প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সোলার বিদ্যুৎ এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। দেশে শিল্প-কলকারখানার বিস্তার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। দেশের ১,২১২টি ইউনিয়নে ইতোমধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ৯৯ ভাগ জেলা শহর ব্রডব্যান্ড নেটওর্য়াকের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতি মাসে ৪০ লক্ষাধিক গ্রামীন জনগণ সেবা গ্রহণ করছে।

আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল প্রকল্প, এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের কাজ চলছে। এ সকল কাজে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীগণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার হার ২০২০ সালের মধ্যে ২০ ভাগ, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ ভাগ এবং ২০৪০ সালে ৫০ ভাগে উন্নীত করার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের রোডম্যাপ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ গঠন করা হয়েছে।

আমরা ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছি। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণীত হবে।

আজকের বিশ্বব্যবস্থায় টেকনোলজিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চাহিদাসম্পন্ন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে একমুখী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাধর্মী একটি প্রযুক্তি ও দক্ষতাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের সমঝোতার আইডিইবি ও হিন্দুস্থান মেশিন টুলস ইন্টারন্যাশনাল-এর যৌথ উদ্যোগে খুলনা ও যশোরে Common facility centre (CFC) for small & medium enterprises নামে Professional Training Institute স্থাপন করা হচ্ছে।

**প্রিয় প্রকৌশলীবৃন্দ,**

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে তখনই আইডিইবি’র উন্নয়নে অবদান রেখেছে। ৯৬-এর সরকারের সময়ে আমরা আইডিইবি ভবন নির্মাণের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেই। ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে আমরা আরও প্রায় ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি।

২০১৪ সালে পুনরায় সরকার গঠনের পর আমরা আইডিইবি ভবনের ট্রেনিং ও ক্যাপাসিটি উন্নয়নে সাড়ে ১০ কোটি টাকার আরও একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করি যার বাস্তবায়ন শেষ হয়েছে।

বর্তমানে ২৫ তলা আইডিইবি ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় Establishment of Training and Research Lab Including Development of IDEB Bhaban Complex নামে আরও ২৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে।

**সুধিমন্ডলী,**

আমরা উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

আসুন, আমরা সকলে মিলে আগামী প্রজন্মের জন্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি আধুনিক, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি আইডিইবি’র ২২তম জাতীয় সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

 সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...